দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...13 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

এ বিভ্রান্তির অবসান হবে কবে

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৌর এলাকার বাইরে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রীবেতন মওকুফ বাবদ স্কুলগুলোকে ভর্তুকি দেয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে অনেক স্কুল ভর্তুকি এখনও পায়নি, অথবা আংশিক পেয়েছে। ফলে অনেক স্কুলের পক্ষে আর্থিক দায়দেনার ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, অনেক স্কুলে আবার ছাত্রীবেতন মওকুফের ভয়ে ছাত্রীভর্তি নিরুৎসাহিত করার খবরও মাঝে-মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

সম্প্রতি 'সংবাদ'-এ চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত একটি স্কুলের সিনিয়র শিক্ষকের বক্তব্যে জানা যায়, গ্রাম এলাকায় শুধু বালিকা বিদ্যালয়গুলো ছাড়া অন্যান্য স্কুল গত বছরের জুন মাসের পর থেকে প্রত্যাশিত ভর্তুকি পাছে না। অথচ সেসব স্কুলে শতকরা ৪০/৫০ ভাগ ছাত্রী পড়াশোনা করে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত অন্যান্য চিঠি ও খবরে এ সম্পর্কিত আরও অনেক অভিযোগ পাওযা যায়। এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে যে, নড়াইল জেলায় একটি স্কুলে গত বছর কয়েক মাস ছাত্রীদের বেতন নেয়া হয়নি, কিন্তু এ বছর থেকে বাধ্যতামূলকভাবে বেতন নেয়া হচ্ছে, সরকার নাকি এখন পর্যন্ত তাদের বেতন না নেয়ার জন্য নোটিশ প্রদান করেনি।

কয়েকদিন আগে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে অবৈতনিক নারী শিক্ষার ভর্তুকি প্রদান শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী ভর্তুকি বাবদ বছরে প্রায় ২৩ কোটি টাকা প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৯০ সালের জানুয়ারি থেকে '৯১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দু'বছরে মোট ১৯ কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হয়েছে; যা এক বছরের জন্য যথেষ্ট নয়। চলতি বছরের জুন পর্যন্ত মোট ৮ কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ভর্তুকি বাবদ অবশিষ্ট টাকা পাওয়া যাবে কিনা, এবং কবে পাওয়া যাবে।

গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোকে সারা বছর নানা আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়েই চলতে হয়। এর পরও যদি সরকারের ঘোষিত ও বহুল প্রচারিত একটি নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তার আর্থিক দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়, সেই স্কুল চলবে কিভাবে আর শিক্ষকদের বেতনই বা আসবে কোথা থেকে?

আমাদের দেশে শিক্ষার হার আশংকাজনকভাবে কম। এর ওপর আবার নানা আর্থিক ও সামাজিক বিধি-বন্ধনের কারণে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার আরও কম। এই অবস্থা বিবেচনায় গ্রামঞ্চলে মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার যে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে; যদি এর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করা না হয়।

আমাদের দেশে নারী শিক্ষার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে গৃহীত একটি বলিষ্ঠ নীতির বাস্তবায়নে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যা বিভ্রান্তির ফাঁক-ফোকর সৃষ্টি হতে দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অবৈতনিক নারীশিক্ষা চালুর প্রায় আড়াই বছর পর আজ কেন এরকম প্রশ্ন ওঠে যে, ভর্তুকি বাবদ কোটি কোটি টাকার বকেয়া উদ্ধার করা যাবে কি না? অথবা কোন কোন স্কুলে কয়েকমাস বেতন মওকুফের পর আবার কেন বেতন নেয়ার পালা শুরু হয়?

ছাত্রীবেতন মওকুফের সংশ্লিষ্ট নীতিটি গৃহীত হয়েছিল সাবেক সরকারের আমলে। সে আমলে গৃহীত অনেক নীতির মতই এই নীতির পেছনেও কতটা আন্তরিকতা ছিল সে প্রশ্ন হয়ত কেউ তুলতে পারেন। তা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার যখন নীতিটি বহাল রেখেছেন, তার মধ্যে এখন আর আন্তরিকতার প্রশ্ন ওঠে না। ধরে নেয়া যায় সরকার দায়িত্ব নিয়েই নীতিটি বহাল রেখেছেন তাই সৃষ্ট বিভ্রান্তি অতীতের ফসল হলেও বর্তমানে তার দ্রুত অবসানের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করাপ্রয়োজন।

ছাত্রী বেতন মওকুফজনিত ভর্তুকির হিসেব-নিকেশের জটিলতা অস্বীকার করা যায় না। কয়টি স্কুলে কয়জন ছাত্রীর বেতন মওকুফ হবে তার পরিসংখ্যান বের করা সময়সাপেক্ষ এবং এ ব্যাপারে সরেজমিনে তালিকা পর্যালোচনার প্রয়োজনও রয়েছে। জানা গেছে, এ ব্যাপারে প্রকল্প তৈরি করতে বেশ সময় লেগেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এখন থেকে নিয়মিত ভর্তুকির টাকা পাওয়া যাবে। একই সাথে ভর্তুকি বাবদ বকেয়া পরিশোধেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। বিশেষভাবে ছাত্রী বেতন মওকুফ স্থায়ী ব্যাপার এবং সেক্ষেত্রে ভর্তুকি পরিশোধের ব্যবস্থাটিও স্থায়ী ধরনের হাওয়া প্রয়োজন।